কোভিড-১৯: বাংলাদেশের শ্রমজীবী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
সুফিয়া কামাল ভবন
১০/বি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, ফোন ৯৫৮২১৮২, ফ্যাক্স ৯৫৬৩৫২৯
E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org

কোভিড ১৯: বাংলাদেশের শ্রমজীবী নারীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থান
Covid 19: Socio-Economic Condition of Working Women in Bangladesh

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রকাশক
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপ-পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা কমিটি ১০/বি/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৫৮২১৮২; ফ্যাক্স: ৯৫৬৩৫২৯; E-mail: info@mahilaparishad.org; Web: www.mahilaparishad.org

প্রচ্ছদ ও গ্রফিক্স ডিজাইন
আবু সাইদ তুহিন

প্রকাশনা সহযোগী
গৌতম বসাক

বাংলাদেম মহিলা পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি ব্যতীত এই গ্রন্থের কোন গ্রাফ
ছক ও প্রতিবেদন অন্যত্র প্রকাশ বা ব্যবহার করা যাবে না

Covid 19: Socio-Economic Condition of Working Women in Bangladesh published by
Training, Research, and Library Sub-committee, Bangladesh Mahila Parishad, Central
committee. 10/B/1 Segunbagicha,Dhaka 1000, Phone: 9582182 Fax: 9563529
E-mail: info@mahilaparishad.org; Web: www.mahilaparishad.org

কোভিড-১৯: বাংলাদেশের শ্রমজীবী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সমীক্ষা পরিচালনা
সীমা মোসলেম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সমীক্ষা তত্ত্বাবধায়ক
রীণা আহমেদ
সম্পাদক
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপ পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

তথ্য বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
আফরুজা আরমান, গবেষণা কর্মকর্তা

সমীক্ষা সহযোগী
শাহজাদী শামীমা আফজালী
সালেহা বানু

সূ চি প ত্র

প্রসঙ্গ কথা : সীমা মোসলেম ৭
উপপরিষদ সম্পাদকের কথা : রীনা আহমেদ ৯

সার-সংক্ষেপ ১০
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ১৫
প্রেক্ষাপট
উদ্দেশ্য
যৌক্তিকতা
সীমাবদ্ধতা

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমীক্ষা পদ্ধতি ১৮
কার্যকরী সংজ্ঞা
তথ্যের উৎস
গবেষণা সমগ্রক
তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

তৃতীয় অধ্যায় : তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ২০
উপসংহার ৩০
সুপারিশসমূহ ৩২

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী সমাজকে সংগঠিত করে নারী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করে চলেছে। মহিলা পরিষদের এই অব্যাহত সংগ্রাম ২০২১'এর এপ্রিলে পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করবে। মহিলা পরিষদ তৃণমূলভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী গণনারী সংগঠন। বাংলাদেশের ৫৯টি জেলায় মহিলা পরিষদের শাখা রয়েছে। জেলা শাখার অন্তর্গত তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এর প্রাথমিক শাখা রয়েছে। অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত সংগঠন নারীর অধিকারকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, সে কারণে সংগঠনের কার্যক্রমের পরিধিও বহুমাত্রিক।

সম্প্রতি কোভিড ১৯ এর সংক্রমণ মানব জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। যার জন্য প্রকারন্তরে মানুষই দায়ী। মানবজাতির ভোগবাদিতা, প্রকৃতির উপর যথাচ্চারিতা, সীমাহীন চাহিদা প্রকৃতিকে বিরূপ করে তুলেছে। বিশ্বজুড়ে এই যে সংকট বাংলাদেশ তার বাইরে নয়। বাংলাদেশ কে মোকাবেলা করতে হচ্ছে সংক্রমণের সংকট।

কোভিট ১৯ এর আঘাত মানুষের জন্য কেবল স্বাস্থ্যঝুঁকি নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক সকল ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ছে। সামগ্রিকভাবে জনজীবনের সংকটের সাথে নারীর জীবনে যুক্ত হয় আরো অধিক দুর্ভোগ। আমরা জানি যে কোন মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ সকল সংকটময় সময়ে নারী হওয়ার কারণে তাকে ভিন্নমাত্রার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। কোভিড ১৯ নারীর অবস্থান অধিকতর সংকটে উপনীত করেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে দেখা যায়, অর্থনীতিতে যে দুর্যোগ নেমে এসেছে তার প্রথম ধাক্কা নারীর উপর এসে পড়েছে। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৩০ শতাংশ নারী। এই নারীদের অধিকাংশ অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করে। তার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে শ্রমজীবি নারী হিসেবে কর্মরত রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে কৃষি মজুর, হোটেল শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক, ইট ভাঙ্গা শ্রমিক ইত্যাদি। শ্রমজীবী নারীদের একটা বড় অংশ পোশাক শিল্পে কাজ করেন। এই শ্রমজীবি নারীদের অবস্থা আরো শোচনীয়। লকডাউনের কারণে সকলে গৃহবন্দী। কল-কারখানা অনেক বন্ধ হয়ে গেছে, আন্তর্জাতিক বাজার মন্দা হওয়ায় অনেক পোশাক শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। অধিকাংশ শ্রমিকের চাকরি চলে গেছে বা বেতন বন্ধ। শহরে কাজের সন্ধানে আসা নারী অর্থনৈতিক সংকটের কারণে গ্রামে ফিরে যেতে হচ্ছে। শ্রমজীবী নারীদের স্বামীদের মধ্যে অধিকাংশ শ্রমজীবী। ফলে শ্রমজীবীদের জীবনে নেমে এসেছে সীমাহীন দুর্ভোগ।

নারী ঘরের মধ্যে থাকায় নানা ধরণের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। আর্থিক সংকট, মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করছে তার প্রভাব পড়ছে নারীর উপর। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বিনোদন, অত্যাচার, আনন্দ সবকিছুর বহি:প্রকাশ নারীর উপর ঘটে। অর্থনৈতিক সংকট যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে তার প্রভাব পড়ছে নারীর উপর। প্রতিদিন সহিংসতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, লকডাউনের কারণে বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রও সীমিত হয়ে আসছে। এটা কেবল বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে নারীর প্রতি সহিংসতার বৃদ্ধি পাচ্ছে এই কোভিড-১৯ সংক্রমনকালীন সময়ে।

নারীর এই ভিন্নতর অবস্থান বিবেচনা নিয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ শ্রমজীবী নারীর অবস্থান জানার লক্ষ্যে "শ্রমজীবি নারীর সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা" শীর্ষক সমীক্ষাটি গ্রহণ করেছে । তৃণমূল পর্যায়ে মহিলা পরিষদ সাংগঠনিক বিস্তৃতির কারণে ২৬টি জেলার শ্রমজীবি নারীদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক তথ্য নিয়ে সমীক্ষাটি সম্পাদন করা হয়েছে। জেলা সংগঠকরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তথ্য

সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করেছেন। যার ফলে দ্রুত সমীক্ষার কাজটি করা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য জেলা সংগঠকদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে কোভিটকালীন সময়ে শ্রমজীবী নারীদের অবস্থার একটি চিত্র আমরা পাবো যা কোভিটকালীন ও কোভিট পরবর্তী সময়ে শ্রমজীবি নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সহিংসতা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা করবে এবং আমরা আশা করবো সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সময় উপযোগী এ রকম একটি সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপ পরিষদের সম্পাদক ও সমীক্ষা তত্ত্বাবধায়ক রীনা আহমেদ কে ধন্যবাদ জানাই। সমীক্ষাটির তথ্য বিন্যাস, তথ্য বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রণয়ন-এই শ্রমসাধ্য কাজটি করেছেন গবেষণা কর্মকর্তা, আফরুজা আরমান। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রদানের জন্য উপ পরিষদের সিনিয়র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকর্তা, শাহজাদী শামীমা আফজালী ও সহকারী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকর্তা, সালেহা বানু কে ধন্যবাদ জানাই।

সীমা মোসলেম
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

উপপরিষদ সম্পাদকের কথা

কোভিড-১৯ আমাদের জীবনের বাস্তবতা পাল্টে দিয়েছে, আমরা সকলে একটি বড় বিপর্যয়ের মধ্যে বাস করছি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দেশের অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। কোভিট-১৯ অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক যে মন্দাভাব সেটার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশে। দেশজ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার কমতে শুরু করেছে। কোভিট-১৯ লকডাউনে অফিস-আদালত, কল-কারখানা, গার্মেন্টস ও যানবাহন সহ সবকিছু বন্ধ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির। সবাই ঘরে অবস্থান করছে। কিন্তু এ অবস্থায় কর্মহীন হয়ে ঘরে বসে থাকাটা শ্রমজীবিদের জীবনযাপনের জন্য বিরাট হুমকিসরূপ। নানা সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে তাঁদের। বিশেষ করে শ্রমজীবি নারীদের জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। কোভিট-১৯ শ্রমজীবি নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কি ধরণের প্রভাব ফেলছে এবং তাঁদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাপনে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা জানার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছে। এ সমীক্ষার মাধ্যমে করোনাকালীন সময়ে শ্রমজীবি নারীদের সমস্যার প্রকৃতি, অবস্থা সম্পর্কে জানা ও তাদের জীবনযাত্রায় এর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ সম্ভব হবে। সুদীর্ঘ ৫০ বছর ধরে নারীর মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রামের সাথে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সরাসরি যুক্ত আছে। এই ধারাবাহিক আন্দোলনের বহুমুখী কর্মসূচীর অন্যতম হচ্ছে নারী নির্যাতন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।

মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপ-পরিষদের পক্ষ্য থেকে করোনাকালীন সময়ে "শ্রমজীবি নারীর সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা" শীর্ষক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মহিলা পরিষদের জেলা শাখার সংগঠকদের আন্তরিক সহযোগিতায় বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবি নারীদের সাথে সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সমীক্ষাটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

করোনাকালীন সময়ে শ্রমজীবী নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হয় নি যার ফলে সমীক্ষায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। সমস্ত সীমাবদ্ধতার পরও বলা যায় পরবর্তীতে শ্রমজীবী নারীদের বিষয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রেও এ সমীক্ষাটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

সমীক্ষাটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সমীক্ষাটি পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ণ করে গবেষণা কাজটি সম্পাদনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন আফরুজা আরমান, গবেষণা কর্মকর্তা। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সমীক্ষায় সহযোগিতা করেছেন শামীমা শাহজাদী আফজালী ও সালেহা বানু। তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

রীনা আহমেদ
সম্পাদক
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও গাঠাগার উপ পরিষদ
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সার-সংক্ষেপ

কোভিড-১৯ সংক্রমণের এই সময়ে সমগ্র পৃথিবী থমকে দাড়িয়েছে; সামাজিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিক সকল ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তিত রুপ চোখে পড়ছে। এটি শুধুমাত্র আমাদের অসুস্থ করছে তা নয়, এটি সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজ, জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীদের উপর। করোনা পরিস্থিতির কারণে শ্রমজীবীদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শ্রমজীবীরা লকডাউন পরিস্থিতিতে একেবারে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। শ্রমজীবী মানুষ যে অনিশ্চয়তায় পড়েছে, তাতে তাদের টিকে থাকার বিষয়টিই এখন একমাত্র ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারীরা।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সময়ে যখন সকলের জীবন বিপর্যস্ত তখন নারীর জীবন কিন্তু আরো বেশি বিপর্যস্ত। নারীকে এইসময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেটা শুধুমাত্র নারী হওয়ার জন্যই তাকে হতে হচ্ছে। সংক্রমণ ও জীবিকা হারানোর ঝুঁকি উভয়ই নারীদের বেশি। কর্মহীন হয়ে বা আয় কমে যাওয়ায় তারা একদিকে যেমন আর্থিক সংকটে পড়েছে এবং ভবিষ্যত নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছে আবার অন্যদিকে সেই হতাশায় চরম দ্বন্দের শিকার হচ্ছে নারীরাই। সহিংসতা বাড়ছে সর্বক্ষেত্রে। করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী নারীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি স্বেচ্ছাসেবী গণনারী সংগঠন। সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৫৯টি জেলা শাখায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠকদের মাধ্যমে মহিলা পরিষদ কার্যক্রম পরিচালনা করছে– যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী নারীদের সাথে সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সমীক্ষাটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। ২৬টি জেলা শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা হতে পাঁচজন করে মোট ১৩০ জন শ্রমজীবী নারী এ সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। নির্বাচিত বিষয়ে কাঠামোগত প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রমজীবী নারীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি একটি গুণগত সমীক্ষা।

এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবী নারীদের বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক তৃতীয়াংশ নারীর বয়স (৩৬-৪০) বছরের মধ্যে এবং এক পঞ্চমাংশ নারীর বয়স (৩১-৩৫) বছরের মধ্যে অর্থাৎ মধ্যবয়সের নারী। যারা ইতিমধ্যে স্বামী, সন্তান-সন্ততি নিয়ে স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে তাদের কর্মক্ষেত্র এবং পারিবারিক জীবনে সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবন যাপনে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, শ্রমজীবী নারীর বেশিরভাগই বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও স্বল্প আয়ের মানুষ। প্রাপ্ত তথ্য মতে, সর্বোচ্চ ৩৯% নারী হচ্ছেন ফ্যাক্টরি শ্রমিক, যারা বিভিন্ন কারখানায় (পোশাক শিল্প, জুতা তৈরির কারখানা, ব্যাগ তৈরি ইত্যাদি) কাজ করেন। এছাড়াও অন্যান্য পেশায় রয়েছেন–গৃহকর্মী ১৩%, হোটেলে রান্নার কাজে ৫%, সেলাইকর্মী/দর্জি ৯%, শিক্ষক ৫%, হকার ৬%, বাড়িতে জুতা সেলাইয়ের কাজ করে ৩%, নির্মাণশ্রমিক ৬%, মৎস্যকর্মী ৬% এবং দিনমজুর ১৩%।

অপরদিকে, শ্রমজীবী নারীর স্বামীর পেশাগত তথ্য হতে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ১৮% হচ্ছেন শ্রমিক যারা বিভিন্ন কারখানায় কাজ করেন। ১৬% চাকুরীজীবী (বিভিন্ন অফিস/ কোম্পানিতে পিওন, গার্ড, সেলসম্যান ইত্যাদি), ১৫% দিনমজুর, ১১% চালক, ১১% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ৭% কৃষিকাজ করেন, ৪% রাজমিস্ত্রি এবং ৩% জেলে ও ৩% এনজিও কর্মী হিসেবে কাজ করেন। প্রাপ্ত তথ্য হতে লক্ষ্য করা যায়, শ্রমজীবী নারীর স্বামীও স্বল্প আয়ের পেশায় কাজ করে এবং বেশির ভাগই শ্রমিক। তাছাড়াও ১২% নারীর স্বামী বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন আছেন।

পেশাগত তথ্য হতে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারী ও তাঁর স্বামী উভয়ই নিম্ন-মধ্য আয়ের শ্রমজীবী ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজ করে। কেউ হয়ত বিভিন্ন কারখানায় কাজ করেন বা কেউ চালক, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসা করে। ইতোমধ্যে অনেকে বেকার হয়ে পড়েছেন করোনা পরিস্থিতির কারণে। যারা প্রতিদিনের কাজের ভিত্তিতে আয় করে থাকেন এবং সাংসারিক খরচ মিটিয়ে সঞ্চয় তেমন থাকে না বললেই চলে। কাজ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং জীবিকাও হুমকির মুখে পড়ে।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সমস্যায় দীর্ঘ সময় ধরে কারখানার শ্রমিক নারী, গৃহকর্মী, দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক, হোটেলের রান্না বা মসলা বাটার প্রভৃতি–এমন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী নারী এখন গৃহবন্দী। কাজ নেই বলে আয়ও নেই, কারখানা বন্ধ তাই বেতন বন্ধ। ৩০% শ্রমজীবী নারীর বেতন বন্ধ রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে সাধারণ ছুটিতে কারখানা বন্ধ আছে বলে কাজে যোগ দিতে পারছের না ১৮% নারী শ্রমিক এবং আশিংক বেতন পাচ্ছেন ১৬% শ্রমজীবী নারী। সীমিত পরিসরে কারখানা চালু হলেও নারী শ্রমিকেরা আছেন চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে। গৃহকর্মী হিসেবে যারা কাজ করতেন তাদেরকে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাসা-বাড়িতে কাজে নিচ্ছে না। ফলে অনেক নারী কাজ হারাচ্ছে। তথ্য মতে, ১৬% নারী চাকরিচ্যুত হয়েছেন, সাময়িকভাবে ছাটাঁই হয়েছেন ২০%। দেখা যায়, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে শ্রমজীবী ও স্বল্প আয়ের মানুষেরা সবচেয়ে কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। বেশির ভাগেরই কাজ নেই, বেতন বন্ধ। একল শ্রমজীবী নারী সংসারের সচ্ছলতার জন্য একটু বাড়তি আয়ের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহর বা জেলা সদরে কাজ করে থাকে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আয় কমে যাওয়ায় সাংসারিক সচ্ছলতা তো দূরের কথা, অনেকে ঘর ভাড়া, খাবার খরচ মিটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে না পেরে শহর ছেড়ে গ্রামে বা নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানেও তাদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। অর্থাৎ করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী নারীদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, বেতন বন্ধ বা আংশিক বেতন থাকায় অর্ধেকেরও বেশি (৫২%) নারী আর্থিক সংকটে আছেন। ২৫% নারী বাড়তি মানসিক চিন্তার শিকার হচ্ছেন। ১৩% নারী নিরাপত্তাহীনতায় এবং ১০% নারী বাড়তি কাজের চাপে ভুগছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় কাজে যোগ দিতে পারবেন কিনা এবং তা হলেও কবে? পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে বাড়তি কাজের চাপ ও অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা তৈরি করছে। নারী যে শুধু করোনা-আতঙ্কেই আছেন, তা নয়। নারীদের প্রতিনিয়তই করোনার পাশাপাশি

অর্থনৈতিক সংকট, সংসারের ভার এবং নিপীড়ন মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তাই করোনা ভয়ের পাশাপাশি মানসিকভাবেও ভেঙ্গে পড়েন তারা।

কোভিড-১৯ এর কারণে পারিবারিক আয়ের উপর বহুবিধ নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সমীক্ষায় ১৩০ জন শ্রমজীবী নারীর মধ্যে ১২৯ জন নারীই বলেছেন, করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিববর্তন হয়েছে। অর্থাৎ পরিবারের আয় কমেছে। এখানে উল্লেখ্য, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবী নারীর বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। পারিবারিক আয় কমে যাওয়ায় স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। একটি তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ/কম হলে পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার মাত্রাটাও বেশি হয়।

নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষ একদিকে যেমন সর্বোচ্চ করোনা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, অন্যদিকে চাকরি ও জীবিকার অনিশ্চয়তায় তাদের জীবনে দুর্বিষহ অবস্থা নেমে এসেছে। কাজ না থাকায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। নিম্ন আয়ের মানুষগুলোর ঘরে খাবার না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, ৩০% নিম্নমানের জীবনযাপন করছেন ও ২৮% পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারছে না। ৯% নারী মনে করেন সন্তানের লেখাপড়ার খরচ বহন করা কষ্টকর হচ্ছে টাকার অভাবে। যার ফলস্বরূপ তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে এবং শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন প্রয়োজনে শ্রমজীবী নারী ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা ও সমবায় সমিতি হতে সহজ কিস্তিতে ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু এই লকডাউনের কারণে আয় না থাকায় সময়মত কিস্তির টাকা পরিশোধ করা তো দূরের কথা, তারা তাঁদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাটুকু পূরণ করতে পারছে না। সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৮% নারী ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারছে না, যা তাদের কাছে অনেক বড় একটি বোঝা স্বরূপ এবং ১৫% নারী চিকিৎসা সেবা নিতে পারছে না।

করোনা পরবর্তী সময়ে শ্রমজীবী নারীদের পুনরায় কাজে যোগ দেওয়াটা অনেকটাই অনিশ্চিত। তাছাড়া বেশিরভাগ নারীই জানে না এই মহামারী ও অর্থনৈতিক সংকট কীভাবে কাটিয়ে উঠবে এবং তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করবে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, বেশির ভাগই (৩২%) অন্যের কাছে ধার-দেনা করে তাদের দৈনন্দিন খরচ যোগাড় করছেন। এরপর সাংসারিক ও খাবার খরচ কমিয়ে ২০% শ্রমজীবী নারী বর্তমান সময়ে জীবনযাপন করছেন। চাকরির বেতন দ্বারা ৩% নারী তাদের সংসারের খরচ মেটাচ্ছেন, কারণ এই পরিস্থিতিন জন্য বেশিরভাগ নারী সাময়িকভাবে ছাঁটাই হয়েছেন ও তাদের বেতনও বন্ধ রয়েছে। এমনকি তাদের স্বামীর অবস্থাও একই রকম প্রায়। বেশিরভাগ নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক ও স্বল্প আয়ের হওয়ায় তাদের সঞ্চয়ও তেমন নেই বললেই চলে। দেখা যায়, ২% সঞ্চয় ও ৪% সম্পদ বিক্রি করে খরচ মেটাচ্ছেন। আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হতে সহায়তা পেয়েছেন বলে জানান ৯% শ্রমজীবী নারী। ১৮% সরকারি সহায়তা এবং ১২% এনজিও এর কাছ থেকে এককালীন সহায়তা পেয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র একবার ১০ কেজি চাল সরকারি সহায়তা হিসেবে পেয়েছেন এবং এনজিও সহায়তা বলতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিভিন্ন জেলা শাখায় পরিচালিত ত্রাণ কর্মসূচি হতে সহায়তা পেয়েছেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করায় তারা সরকারের বিশেষ প্রণোদনার আওতাভুক্ত নন। তারা শুধুমাত্র একবার সরকারিভাবে ১০ কেজি চাল পেয়েছে, যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। এমতাবস্থায় শ্রমজীবী নারীদের প্রয়োজনীয় ত্রাণের ব্যবস্থা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়াটা জরুরি।

মহামারী করোনার প্রভাবে শ্রমজীবী নারীদের আয় কমে গেছে, কাজের সুযোগ কমে গেছে এবং সর্বোপরি তাদের ঘরে অবস্থান করতে হচ্ছে। এসব কারণে করোনাকালীন সময়ে শ্রমজীবী নারীদের প্রতি পারিবারিক

নির্যাতন বা কলহ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা? এমন জিজ্ঞাসায় ৬৭% শ্রমজীবী নারী বলেছেন, করোনাকালীন সময়ে পারিবারিক নির্যাতন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক খারাপের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের আয় কমে যাওয়া এর প্রধান কারণ বলে তারা জানান। আর ৩৩% শ্রমজীবী নারী বলেছেন, এই সময়ে পারিবারিক নির্যাতন বা কলহ বৃদ্ধি পায়নি। বেশির ভাগ (৪১%) শ্রমজীবী নারী বলেছেন এই সময়ে স্বামীর সাথে ঝগড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২০% নারী। শুধু স্বামী নয়, শ্বাশুড়ির সাথে ঝগড়া এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের (ভাই, দেবর, জা, সন্তান প্রভৃতি) দ্বারাও নির্যাতনের শিকার হয়েছে যথাক্রমে ১০% ও ১৫% শ্রমজীবী নারী। কাজ না থাকায় আয় কম যা দিয়ে সংসার চালানো অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে মেজাজ ঠিক থাকছে না। এসব সংকট ও হতাশার ফলে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নারীরা। তাছাড়াও বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া (৪%) ও বাবার বাড়ি হতে টাকা আনার জন্য চাপ (১০%) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নারী।

এই নির্যাতনে স্বামীরাই প্রধানত জড়িত। ৫৯% শ্রমজীবী নারী তাদের স্বামী দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার। কারণ বর্তমানে তাঁদের কোনো কাজ নেই, আয় নেই, খাবার নেই, তাঁরা বাইরে যেতে পারছেন না। আর এ সবকিছুর জন্য হতাশায় তাঁরা আবার নারীকেই দায়ী করছেন। নারীকে দায়ী করার এই মানসিকতার পেছনে নির্যাতনের প্রচলিত মানসিকতাই কাজ করছে। এছাড়াও শ্বাশুড়ির দ্বারা ১৫%, নিজ সন্তান, ছেলের বউ ও মেয়ের জামাই দ্বারা ১১% এবং দেবর, জা ও ননদ দ্বারা ৯% নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এমনকি অবিবাহিত শ্রমজীবী নারীও (৫%) নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের ভাইয়ের দ্বারা।

এই সময়ে আর্থিক সংকটের কারণে পরিবারের সদস্যদের বাইরে সেবা প্রদানকারী (চিকিসৎক), গণপরিবহন, জন প্রতিনিধি, রাজনৈতিক কর্মী, বাড়িওয়ালাসহ বিভিন্ন জনের নিকট নারী নানাভাবে নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। প্রতিবেশীর কাছে সাহায্যের জন্য গিয়ে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন– যা তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৩০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯ জন আর্থিক সহায়তা ও কাজ দেওয়ার প্রলোভনে পড়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

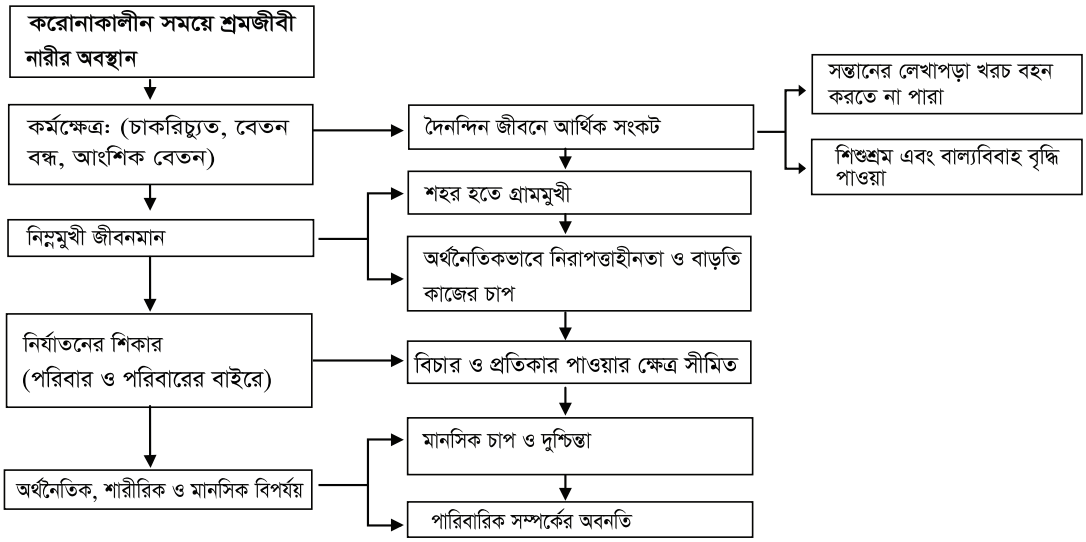

সমীক্ষায় দেখা যায়, খুব অল্প সংখ্যক নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তার মধ্যে মাত্র ১৩ জন স্থানীয় নারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে অভিযোগ করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিকট মৌখিক অভিযোগ করেন ৪ জন এবং থানায় ১ জন। করোনার কারণে লকডাউনের সময় শারীরিক ও মানসিকভাবে নারী সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয়েছে। নির্যাতনের শিকার হয়েও তা প্রকাশ করতে পারছেন না পুনরায় নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়ে। কেননা এই পরিস্থিতিতে ভিকটিম ও নির্যাতনকারী উভয়ই একই ঘরে অবস্থান করছে। তাছাড়া নির্যাতনকারীর চোখ ফাঁকি দিয়ে আইনগত সহায়তার জন্য থানায় যাওয়া বা হেল্পলাইনে ফোন দেওয়া এই সময় খুব কঠিন যা ভুক্তভোগী নারীকে হতাশা, বিষন্নতাসহ বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়। থানায় অভিযোগ করলে তারা বাড়িতে থাকতে পারবে কি না তা নিয়ে তাদের সংশয় রয়েছে। লকডাউন চলাকালে বিকল্প হিসেবে নিরাপদ একটি আবাসস্থল পাওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই করোনাকালে নারী ব্যাপকভাবে নির্যাতনের শিকার হলেও তা প্রকাশ পাচ্ছে না এবং আলোচনায় আসছে না।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। হটলাইন সার্ভিসের প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কর্মহীন নারীদের সাবলম্বী করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। নারীর জন্য কাজের পরিবেশ সৃষ্টি ও সুযোগ বৃদ্ধিতে নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, নারীবান্ধব কাজের সুযোগ, নারীকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন সুবিধার আওতায় আনতে হবে। জেন্ডার বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে ও তা পর্যালোচনা ও মনিটর করতে হবে। নতুন নতুন কৌশল ও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সমীক্ষার উদ্দেশ্য
সমীক্ষার যৌক্তিকতা
সীমাবদ্ধতা

করোনা নামক প্রাণঘাতী ভাইরাসটির কারণে পুরো বিশ্ব আজ ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত। বাংলাদেশেও ভাইরাসটির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি একটা খারাপ সময় পার করছে, বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে অর্থনীতির চাকা প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক যে মন্দাভাব সেটার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) 'কান্ট্রি ফোকাস' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে চলতি বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশে নেমে আসবে। যদিও করোনা সংকটের আগে সংস্থাটি ৭ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল। ২০২১ সালে তা বেড়ে সাড়ে ৬ শতাংশের কাছাকাছি হবে বলে মনে করে আইএমএফ। ২০২১ সালের পূর্বাভাসটি নির্ভর করছে করোনা ভাইরাসের বিস্তার কমে যাওয়ার পাশাপাশি অর্থনীতিতে স্বাভাবিক গতি ফিরে আসার ওপর।

দেশব্যাপী করোনা আতঙ্কে জনমানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় স্থবির। এরই মধ্যে রপ্তানি ও প্রবাসী আয় কমে গেছে। কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহনশ্রমিক, রিকশাচালক, দিনমজুরসহ বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের কোনো কাজ নেই। শ্রমজীবীদের নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আর এসবের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারীরাই।

করোনা সৃষ্ট অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার পরিণতি শ্রমজীবী নারীর ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। কেননা যেকোনো মহামারির সাথে লড়তে গিয়ে নারীদেরই বিপর্যস্ত হতে হয় বেশি। বিশ্বে এ পর্যন্ত যত ধরনের দুর্যোগ যেমন- যুদ্ধ, মহামারী, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি হয়েছে, সবকিছুতে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে ছিল নারী। বিশেষজ্ঞদের মতে করোনার মত মহামারীতে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকবে নারী। অস্ট্রেলিয়ার মেডিকেল জার্নাল The Lancet-G COVID-19 মহামারীর জেন্ডার ইমপ্যাক্ট নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছে। এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত বিশ্বে যতগুলো মহামারী হয়েছে, তার জন্য সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে নারীকে। ২০১৪-১৬ তে পশ্চিম আফ্রিকায় ইবোলা সংক্রমণের সময় নারীকেই রোগীর সেবা করতে হয়েছে বেশি, সেটা হাসপাতাল বা ঘরে দুই ক্ষেত্রেই। ফলে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে নারীরাই বেশি। নারীরা শুধু আক্রান্ত হয়েই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্নভাবে। ফলে বিষন্নতা ও দুশ্চিন্তার হারও বাড়ছে। শুধু স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নয়, অর্থনৈতিকভাবেও নারী পুরুষের চেয়ে দুর্বল । যার ফলে করোনা দুর্যোগে পুরুষের চেয়ে নারীর ঝুঁকি বেশি।

শ্রমজীবী ও গৃহিনী নারীদের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ, কারণ সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মজীবী নারীরা মহামারীর সময় ঘরে বসে কাজ করছেন কিন্তু শ্রমজীবী নারী-যারা গার্মেন্টস, কলকারখানা ও মজুর হিসেবে বাইরে কাজ করেন- তাদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। বাসাবাড়িতে গৃহশ্রমিকরা যেতে পারছেন না। নির্মাণশ্রমিক হিসেবে যারা কাজ করতেন তাদের কাজও বন্ধ। হোটেল-রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকার কারণে যে নারীরা মশলা পেষা ও পেঁয়াজ-মরিচ-সবজি কাটার কাজ করতেন তারাও বেকার। এরা বাইরে না বের হলে চাকরি হারাবেন বা অর্থ উপার্জন করতে পারবেন না। ফলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বেন। দীর্ঘ সময় ধরে সবকিছু বন্ধ থাকায় এখন আর তাদের কারো কাজ নেই। আয় কমে যাওয়ায় তারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তারা ঘরে-বাইরে সর্বত্র নির্যাতনের শিকার। করোনা ভাইরাসের কারণে নিম্ন বা স্বল্প আয়ের এই শ্রমজীবী সংগ্রামী নারীদের বড় অংশের জীবনে নেমে এসেছে এক দুর্বিষহ অবস্থা যা তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য

করোনা পরিস্থিতির কারণে শ্রমজীবী নারীদের একটা বড় অংশ আজ অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে এবং আর্থিক সংকট ও শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছেন। সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমজীবী নারীদের সমস্যার

প্রকৃতি, অবস্থা সম্পর্কে জানা ও তাদের জীবনযাত্রায় এর প্রভাব সম্পর্কে খণ্ড চিত্র তুলে ধরা। এ লক্ষ্য নিয়ে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে:

- করোনাকালীন শ্রমজীবী নারীরা অর্থনৈতিকভাবে কী ধরণের সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছেন।
- করোনার কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে শ্রমজীবী নারী কীভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাহিদা পূরণ করছেন।
- বর্তমান পরিস্থিতি শ্রমজীবী নারীর জীবনযাত্রায় কী প্রভাব ফেলছে, তা জানা।
- পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা এবং পেলে সেগুলো কোন ধরনের।

সমীক্ষার যৌক্তিকতা

করোনা মহামারীর কারণে সবাই আজ গৃহবন্দী। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে অর্থনীতির উপর এবং এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবীরা বিশেষ করে শ্রমজীবী নারীরা অসহায় হয়ে পড়েছে। অনেকে কর্মহীন হয়ে ঘরে অবস্থান করছেন। কাজের অনিশ্চয়তা, আর্থিক সংকট প্রভৃতি কারণে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার ধরণ চিহ্নিত করা ও তা রোধে সমাজ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে সমীক্ষাটি করা হয়েছে। সমীক্ষাটি করোনাকালীন শ্রমজীবী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে সক্ষম হবে। এর ফলে একদিকে শ্রমজীবী নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যেমন সুবিধা হবে তেমনি করোনার কারণে পারিবারিক সহিংসতার যেসব ঘটনা ঘটছে, সে বিষয়টি নজরে আসবে এবং এ ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সচেতনতাবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। অন্যদিকে এ সমীক্ষাটি নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সমাজকর্মী, এনজিওকর্মী ও মানবাধিকারকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করবে। পরবর্তীকালে শ্রমজীবী নারীদের বিষয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রেও এ সমীক্ষাটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

সীমাবদ্ধতা

করোনাকালীন শ্রমজীবী নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সহজ নয়। যার অন্যতম কারণ হল করোনা পরিস্থিতি এখনো বিদ্যমান। তাছাড়া সকল ক্ষেত্রের শ্রমজীবী নারীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি বলে তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। সময়ের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমীক্ষা পদ্ধতি

কার্যকরী সংজ্ঞা

তথ্য সংগ্রহ

বিশ্লেষণ পদ্ধতি

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রসমূহ

কার্যকরী সংজ্ঞা

শ্রমজীবী নারী: যে সকল নারী শ্রমের বিনিময়ে দৈনিক আয়ের ভিত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের শ্রমজীবী নারী বলা হয়। তারা স্বল্প আয়ের মানুষ, সংসারের খরচ চালাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দৈনিক মুজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। বিভিন্ন কলকারখানা, কৃষি, হোটেল-রেস্তোরা, রাস্তাঘাট তৈরি ও বাসা-বাড়িতে কাজ করা এসব শ্রমজীবী নারীদের অবদান কোনো অংশে কম নয়, কিন্তু তারা প্রতিনিয়ত বেতন ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

তথ্য সংগ্রহ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি স্বেচ্ছাসেবী গণনারী সংগঠন। সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৫৯টি জেলা শাখায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠকদের মাধ্যমে মহিলা পরিষদ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী নারীদের সাথে সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সমীক্ষাটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। এটি সংগঠনের জন্য একটি ইতিবাচক দিক। ২৬টি জেলা শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে–ঢাকা মহানগর, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী, সাভার, বেলাবো, মুন্সীগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বরিশাল, কাউখালী, স্বরূপকাঠী, ফরিদপুর, মধুখালী, রাজবাড়ি, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, পাবনা, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ, রাঙ্গামাটি, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, বাগেরহাট ও যশোর। প্রতিটি জেলা হতে পাঁচজন করে মোট ১৩০ জন শ্রমজীবী নারী এ সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচিত বিষয়ে কাঠামোগত প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রমজীবী নারীর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সমীক্ষাটির ধরণ গুণগত।

বিশ্লেষণ পদ্ধতি

করোনা পরিস্থিতির কারণে শ্রমজীবী নারীদের সমস্যার প্রকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং তাদের জীবনযাত্রায় এর প্রভাব সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমস্যা সম্পর্কে ধারণা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপসংহার গৃহীত হয়েছে।

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রসমূহ

- শ্রমজীবী নারী ও তার স্বামীর পেশাগত তথ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা
- করোনার কারণে সৃষ্ট সমস্যা:
  - চাকরি বা কর্মক্ষেত্রে সমস্যার ধরন
  - দৈনন্দিন জীবন যাপনে সমস্যার ধরন
  - অর্থনৈতিক সমস্যার ধরন
  - পারিবারিক সহিংসতার ধরন ও আইনগত পদক্ষেপ
- শ্রমজীবী নারীর সামাজিক অবস্থা
- দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চাহিদা পূরণের মাধ্যম

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

কোভিড-১৯ সংক্রমণের এই সময়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিক সকল ক্ষেত্রে জীবনযাত্রায় পরিবর্তিত রূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। করোনার কারণে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল বাধাগ্রস্থ হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ সবই বন্ধ। এর প্রভাব পড়েছে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে দিন-আনে-দিন-খায় শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রায়। এর প্রভাব নারীর উপরেও নেতিবাচকভাবে পড়ছে। নারী তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা হারাচ্ছে। বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে যারা উদ্যোক্তা, সেলস, মার্কেটিং, ফ্যাক্টরি শ্রমিক, গৃহকর্মী প্রভৃতি পর্যায়ে কাজ করতেন, তাদের কাজের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়েছে। করোনা মহামারীর সময়ে অনেক শ্রমজীবী নারী কাজে যোগ দিতে পারছেন না। যার ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং মানসিকভাবেও কষ্টে আছেন। শ্রমজীবী নারীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য সমীক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

শ্রমজীবী নারীর বয়স

শ্রমজীবী নারীদের বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেশির ভাগ (২৪%) নারীর বয়স (৩১-৩৫) বছর এর মধ্যে। এছাড়াও ৮% নারীর বয়স (২১-২৫) বছর, ১৬% নারীর বয়স (২৬-৩০) বছর, ১৯% নারীর বয়স (৩৬-৪০) বছর, ১৪% নারীর বয়স (৪১-৪৫) বছর, ১১% নারীর বয়স (৪৬-৫০) বছর এবং ৮% নারীর বয়স (৫১-৫৫) বছর। প্রাপ্ত তথ্যের এক তৃতীয়াংশ নারীর বয়স (৩৬-৪০) বছরের মধ্যে এবং এক পঞ্চমাংশ নারীর বয়স (৩১-৩৫) বছরের মধ্যে অর্থাৎ মধ্যবয়সের নারী। যারা ইতিমধ্যে স্বামী, সন্তান-সন্ততি নিয়ে স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনযাপন করছিলেন। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে তাদের কর্মক্ষেত্র এবং পারিবারিক জীবনে সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবন যাপনে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

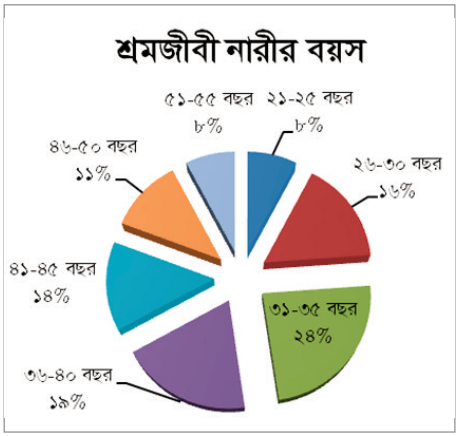

শ্রমজীবী নারীর পেশা

এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত শ্রমজীবী নারীর বেশির ভাগই বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও স্বল্প আয়ের মানুষ। প্রাপ্ত তথ্য মতে, **সর্বোচ্চ ৩৯% নারী হচ্ছেন ফ্যাক্টরি শ্রমিক, যারা বিভিন্ন কারখানায় (যেমন– পোশাক শিল্প, জুতা তৈরির কারখানা, ব্যাগ তৈরি ইত্যাদি) কাজ করেন**। এছাড়াও অন্যান্য পেশায় রয়েছেন– গৃহকর্মী ১৩%, হোটেলে রান্নার কাজ ৫%, সেলাইকর্মী/দর্জি ৯%, শিক্ষক ৫%, হকার (বিভিন্ন পণ্য অন্যের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি) ৬%, বাড়িতে জুতা সেলাইয়ের কাজ করে ৩%, নির্মাণশ্রমিক ৬%, মৎস্যকর্মী ৬% এবং দিনমজুর ১৩%। পেশাগত তথ্য হতে দেখা যায়, প্রায় বেশিরভাগ নারী নিম্ন-মধ্য আয়ের শ্রমজীবী নারী। তারা প্রতিদিনের কাজের ভিত্তিতে আয় করেন এবং সাংসারিক খরচ মিটিয়ে থাকেন।

শ্রমজীবী নারীর স্বামীর পেশা

শ্রমজীবী নারীর স্বামীর পেশাগত তথ্য হতে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ১৮% হচ্ছেন শ্রমিক যারা বিভিন্ন কারখানায় কাজ করেন। ১৬% চাকুরীজীবী (বিভিন্ন অফিস/কোম্পানিতে পিওন, গার্ড, সেলসম্যান ইত্যাদি), ১৫% দিনমজুর, ১১%

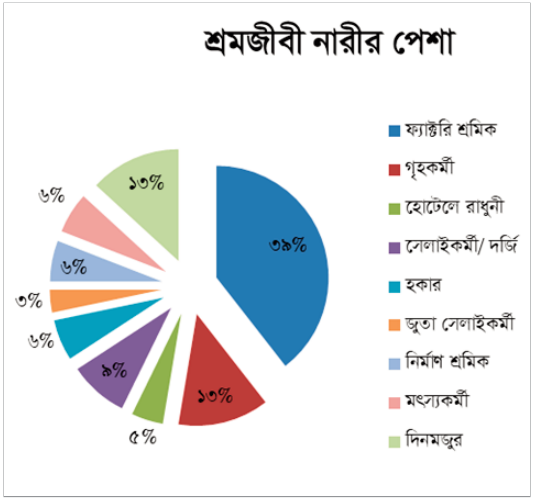

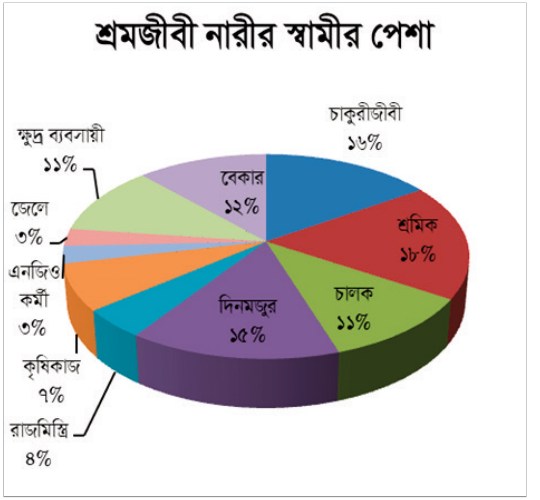

চালক, ১১% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ৭% কৃষক, ৪% রাজমিস্ত্রি এবং ৩% জেলে ও ৩%এনজিওকর্মী হিসেবে কাজ করেন। প্রাপ্ত তথ্য হতে লক্ষ্য করা যায়, শ্রমজীবী নারীর স্বামীও স্বল্প আয়ের পেশায় কাজ করেন এবং বেশির ভাগই শ্রমিক। তাছাড়াও ১২% নারীর স্বামী বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন আছেন।

পেশাগত তথ্য হতে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারী ও তাঁর স্বামী উভয়ই নিম্ন-মধ্য আয়ের শ্রমজীবী ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করেন। কেউ হয়ত বিভিন্ন কারখানায় কাজ করেন বা কেউ চালক, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসা করেন। ইতোমধ্যে অনেকে বেকার হয়ে পড়েছেন করোনা পরিস্থিতির কারণে। যেখানে কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই। যারা প্রতিদিনের কাজের ভিত্তিতে আয় করে থাকেন এবং তাঁদের সাংসারিক খরচ মিটিয়ে সঞ্চয় তেমন থাকে না বললেই চলে। ফলে কাজ করতে না পারলে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং জীবিকাও হুমকির মুখে পড়ে। করোনার কারণে সব কিছু বন্ধ থাকায়, তাদের অনেকের কাজও বন্ধ। কাজ-কর্মহীন অবস্থায় বেকার হয়ে দুজনকেই ঘরে থাকতে হচ্ছে। পারিবারিক আয় কমে গিয়েছে, সংসারের খরচ, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, দৈনন্দিনের চাহিদা পূরণের জন্য তাদেরকে অনেক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। চিন্তা ও হতাশার মধ্য দিয়ে সময় পার করছেন তারা।

কেসস্টাডি-১

ইলেকট্রিক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন “শিউলী”। বয়স ৩৫ বছর। তিনি হাটখোলা, বরিশাল এর বাসিন্দা। তার স্বামী পেশায় একজন ভ্যানচালক। তিন সন্তান নিয়ে মোট পাঁচ সদস্যের পরিবার তাঁর। দুজনের আয়ে ভালই ছিলেন। কিন্তু করোনার কারণে সবকিছু বন্ধ ঘোষণায় শিউলীর কারখানাও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে তাঁর স্বামীও বেকার হয়ে ঘরে বসা। আগে তার আয় ভালই ছিল, কিন্তু এখন সব বন্ধ থাকায় ভ্যান চালাতে পারছে না, আয়ও নাই। বেশিরভাগ সময় ঘরেই থাকে। স্কুল বন্ধ থাকায় ছেলে মেয়েরাও বাড়িতেই থাকে। একটু কিছু হলেই শিউলীর স্বামীর মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সন্তানরা চেচাঁমেচি করলে রেগে যাচ্ছে। আর এ সবকিছুর রাগ গিয়ে পড়ছে শিউলীর উপর। আগেও তাঁর স্বামী গায়ে হাত তুলেছে কিন্তু এই সময়টায় এর মাত্রাটা বেড়ে গেছে যা ছেলে- মেয়েরা পর্যন্ত দেখছে। একদিকে নিজের কাজ নেই সেই চিন্তা, খুব অর্থ কষ্টে দিন যাচ্ছে অন্যদিকে কথায় কথায় স্বামীর সাথে ঝগড়া হচ্ছে, মার খাচ্ছেন। খুবই শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় দিন পার করছেন।

দৈনন্দিন জীবনযাপনে করোনার প্রভাব

সারা বিশ্বের মতো করোনায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিও। চাকরি হারাচ্ছে মানুষ। কারখানা বন্ধ থাকা, নামমাত্র বেতন পাওয়া, সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ শ্রমজীবীরা বেতন পাচ্ছে না। শ্রমজীবী নারীর পেশাগত তথ্যে দেখা যায়, বেশির ভাগ নারী বিভিন্ন কারখানায় কাজ করে। পোশাক খাত, কৃষি খাত, সেলাইকর্মী, নির্মাণশ্রমিক, দিনমজুর এবং গৃহকর্মী ইত্যাদি অনানুষ্ঠানিক খাতে মূলত নারীর অংশগ্রহণ বেশি। করোনা ভাইরাসের বিস্তারে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে নারীরা চাকরি হারানো শুরু করেছেন, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীরা ব্যাপক হারে চাকরি হারাচ্ছেন ও কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন চাকরি থেকেও নারীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে বা তারা চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে তারা অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছেন। এ সবকিছুর প্রভাব পড়ছে শ্রমজীবী নারীর দৈনন্দিন জীবন ও সাংসারিক জীবনে। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে যে কাজ থেকে নারী চাকরি হারাচ্ছেন, পুনরায় সেই কাজে বা অন্য কাজে যোগ দিতে পারবেন কিনা, এই বিষয়টি অনিশ্চিত। নারীদের আবার কাজে ফেরার বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করে নারী যে খাতে চাকরি করতেন, সেই খাতের চাহিদার ওপর।

কেসস্টাডি: ২

রাজবাড়ি সদরে বাসা ভাড়া করে থাকেন 'শেফালি', বয়স ৩০ বছর। তার স্বামী অসুস্থ, দু সন্তানের জননী। নিজে কাজ করতেন একটি পোশাকের দোকানে দর্জি হিসেবে। পোশাক সেলাই, হাতের কাজ এসব করতেন। দিন হিসেবে মজুরি পেতেন। লেখাপড়াও কিছু জানেন তিনি। নিজের আয় করা টাকা দিয়ে সংসার চালাতেন। প্রতিমাসে ঘরভাড়া তাকেই দিতে হয়। করোনার কারণে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শেফালি মহাবিপদে পড়েছেন। দোকান খুলছে না, কাজ করতে পারছেন না। চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তাঁর। সাহায্য-সহযোগিতা তেমন পাননি। আর এখন তাই তিনি মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। ধার-দেনা করে, মানুষের সাহায্যে খুব অভাবে দিন কাটাচ্ছেন। বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছেন কাজের আশায়। করোনার কারণেই আজ তার এই অবস্থা।

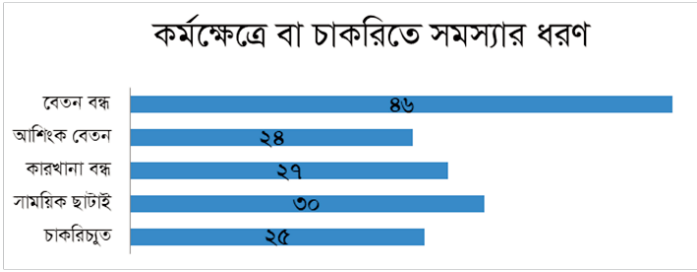

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সমস্যায় দীর্ঘ সময় ধরে কারখানার শ্রমিক নারী, গৃহকর্মী, দিনমজুর, নির্মাণশ্রমিক, হোটেলের রান্না বা মসলা বাটা প্রভৃতি খাতে এমন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী নারী এখন গৃহবন্দী। কাজ নেই বলে আয়ও নেই। কারখানা বন্ধ তাই বেতন বন্ধ। **৩০% শ্রমজীবী নারীর বেতন বন্ধ রয়েছে**। করোনা ভাইরাসের কারণে সাধারণ ছুটিতে **কারখানা বন্ধ আছে বলে কাজে যোগ দিতে পারছেন না ১৮% নারী শ্রমিক** এবং **আশিংক বেতন পাচ্ছেন ১৬% শ্রমজীবী নারী**। সীমিত পরিসরে কারখানা চালু হলেও নারী শ্রমিকেরা আছেন চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে। গৃহকর্মী হিসেবে যারা কাজ করতেন বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বাসা বাড়িতে তাদেরকে আপাতত কাজে নিচ্ছে না। ফলে অনেক নারী কাজ হারাচ্ছেন। তথ্য মতে, **১৬% নারী চাকরিচ্যুত হয়েছেন এবং সাময়িকভাবে ছাঁটাই হয়েছেন ২০%**। দেখা যায়, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে শ্রমজীবী ও স্বল্প আয়ের মানুষেরা সবচেয়ে কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। বেশিরভাগেরই কাজ নেই, বেতন বন্ধ। ফ্যাক্টরি/গার্মেন্টস শ্রমিক নারী বিনা নোটিসে ছাঁটাই হচ্ছেন, গৃহকর্মী হিসেবে যিনি বাসায় কাজ করতেন করোনা পরিস্থিতির কারণে তিনি বাসায় ঢুকতেই পারছেন না, কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। দোকানপাট সব বন্ধ থাকায় এবং ফুটপাতে কর্মব্যস্ত মানুষের ছুটে

চলা কমে গেছে বা নেই বলেই ফুটপাতে চা, পিঠা বিক্রি করে আয় করা শ্রমজীবী নারী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। সামনে অনেকের চাকরি হারানোর শঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এসকল শ্রমজীবী নারী সংসারের সচ্ছলতার জন্য একটু বাড়তি আয়ের আশায় গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহর বা জেলা সদরে কাজ করতে আসেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আয় কমে যাওয়ায় সাংসারিক সচ্ছলতা তো দূরের কথা, অনেকে ঘর ভাড়া, খাবার খরচ মিটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে না পেরে শহর ছেড়ে গ্রামে বা নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানেও তাদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। অর্থাৎ করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী নারীদেরকে দৈনন্দিন জীবন যাপনে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

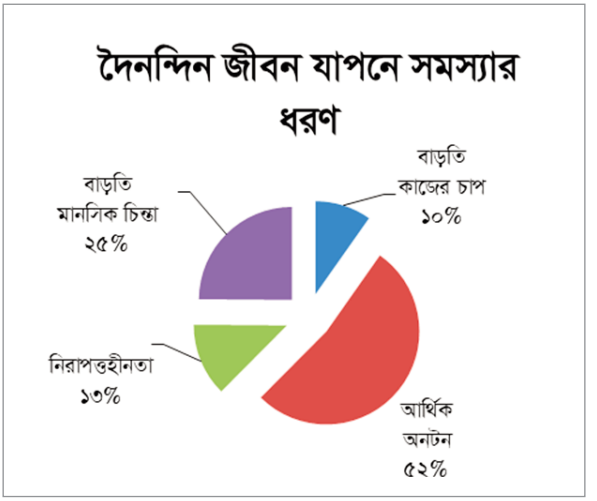

প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, **বেতন বন্ধ বা আংশিক বেতন থাকায় অর্ধেকেরও বেশি (৫২%) নারী আর্থিক সংকটে আছেন**। অনেকেরই জীবন ও জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন এবং কর্মসংস্থান না থাকায় অর্থসংকটে, চরম খাদ্যসংকটে ভুগছেন। ফলে তাদের মধ্যে অবসাদ, মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা বেড়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় কাজে যোগ দিতে পারবেন কিনা এবং তা হলেও কবে, পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা তৈরি হয়েছে এসব কর্মজীবী নারীদের মধ্যে। **এই সময়ে ২৫% নারী বাড়তি মানসিক চিন্তার শিকার। ১৩% নারী নিরাপত্তাহীনতায় এবং ১০% নারী বাড়তি কাজের চাপে ভুগছেন**। এই অস্বাভাবিক সময়ে শ্রমজীবী নারীরা কাজ ছেড়ে ঘরে আছেন, যা তাদের জন্য আরও বেশি কাজের চাপ সৃষ্টি করছে। সবসময় পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে নারীর ভূমিকা বেশি। এখন অস্বাভাবিক সময়ে বিষয়টি আরও প্রকট হয়েছে। নারী আরও বেশি ঘরে ঢুকে গেছেন। পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনার বিষয়টি পুরোপুরি এখন নারীর ওপর পড়ছে, যার ফলে তৈরি হচ্ছে বাড়তি কাজের চাপ। নারী যে শুধু করোনা-আতঙ্কেই আছেন, তা নয়। নারীদের প্রতিনিয়ত করোনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকট, সংসারের ভার এবং নিপীড়ন মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তাই তারা করোনা ভয়ের পাশাপাশি মানসিকভাবেও ভেঙ্গে পড়েন।

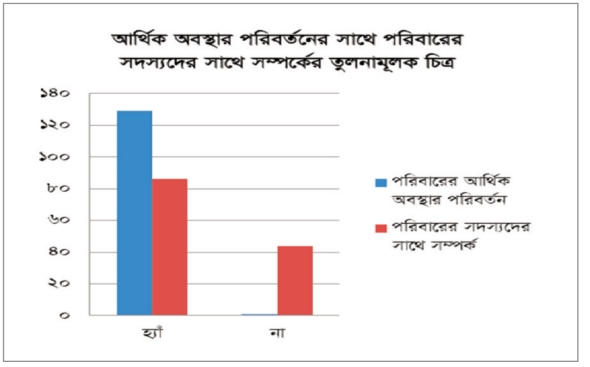

কোভিড-১৯-এর কারণে পারিবারিক আয়ের উপর বহুবিধ নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। **সমীক্ষায় ১৩০ জন শ্রমজীবী নারীর মধ্যে ১২৯ জন নারীই বলেছেন করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিববর্তন হয়েছে। অর্থাৎ পরিবারের আয় কমেছে।** উল্লেখ্য, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবী নারীর বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। করোনার কারণে সব কিছু বন্ধ থাকায়, স্বাভাবিকভাবে শ্রমজীবী নারীদের আয় কমে গেছে, এমনকি বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বোপরি তাদের পারিবারিক আয় পূর্বের

তুলনায় কমে গেছে। পারিবারিক আয় কমে যাওয়ায় স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। **তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ/কম হলে পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার মাত্রাটাও বেশি হয়।**

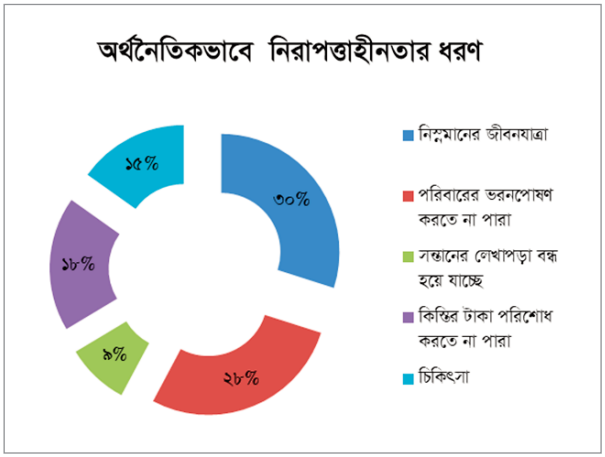

করোনা মহামারীর কারণে বিভিন্ন কল-কারখানা, অফিস সবকিছু বন্ধ বা সীমিত পরিসরে খোলা থাকার কারণে এই রকম শ্রমজীবী নারীরা সবচেয়ে বেশি আর্থিক সংকটে আছেন এবং নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। একদিকে সর্বোচ্চ করোনা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, অন্যদিকে চাকরি ও জীবিকার অনিশ্চয়তায় তাদের জীবনে দুর্বিসহ অবস্থা নেমে এসেছে। তারা নিত্যদিন শ্রম বিক্রি করে পরিবার নিয়ে কোনোমতে জীবন নির্বাহ করেন। অভাব ও দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। কাজ না থাকায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। নিম্ন আয়ের মানুষগুলোর ঘরে খাবার না থাকায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন স্বামী-সন্তানদের নিয়ে। প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, **৩০% নারী নিম্নমানের জীবন যাপন করছেন ও ২৮% পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারছে না। ৯% নারী মনে করেন সন্তানের লেখাপড়ার খরচ বহন করা কষ্টকর হবে টাকার অভাবে।** ফলস্বরূপ তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে এবং শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। স্বামীর কাজ বা ব্যবসার পুঁজির জন্য, সন্তানের লেখাপড়ার খরচের জন্য বা সংসারের বাড়তি আয়ের জন্য গবাদি পশু লালন-পালন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে শ্রমজীবী নারী ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা ও সমবায় হতে সহজ কিস্তিতে ঋণ নিয়ে থাকেন। অল্প অল্প করে টাকা পরিশোধ করার সুবিধার জন্য তারা প্রায়ই তা করেন। তাদের স্বল্প আয়ে সঞ্চয় থাকে না বলেই এই কিস্তির টাকা অনেকটা সাহায্য করে। কিন্তু এই লকডাউনের কারণে, আয় না থাকায় সময়মত কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারছে না, যার কারণে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, **১৮% নারী ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারছে না,** যা তাদের কাছে অনেক বড় একটি বোঝা স্বরুপ এবং **১৫% নারী চিকিৎসা সেবা নিতে পারছে না।** করোনা প্রাদুর্ভাবের পূর্বে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল, যার মাধ্যমে তারা মৌলিক চাহিদা গুলো পূরণ করতে পারত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির কারণে বেশিরভাগের আয় কমে গেছে এবং দারিদ্র্য সীমায় বসবাস করছে। তারা নূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

কেসস্টাডি :৩

জীবনে কখনও ভিক্ষা করেন নি, কিন্ত পেটের দায়ে এখন সেটাই করতে হবে মনে করছেন "মাজেদা" । পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১১ জন। স্বামী, সন্তান, নাতি-নাতনী নিয়ে চক পৈলানপুর, পূর্ব মাঠপাড়া পাবনা সদর এ বাস করেন। বয়স ৪৪ বছর। স্বামী রিক্সাচালক, আর তিনি নিজেও বাসাবাড়িতে কাজ করতেন। স্বামীর পাশাপাশি তিনি নিজেও মাসে চার হাজার টাকা আয় করতেন। কিন্ত করোনার ছুটির কারণে স্বামীর রিক্স প্রায় বন্ধ। মাজেদার বাসাবাড়ির কাজও বন্ধ। কেউ এখন আর ডাকছে না। দুজনের আয়ই বন্ধ হওয়ায় ছেলে ও ছেলের বউয়ের সাথে প্রতিদিনই ঝগড়া। বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মত অবস্থা। সংসারে অভাব। মাজেদা এখন সাহায্যের জন্য মানুষের কাছে হাত পাতছেন।

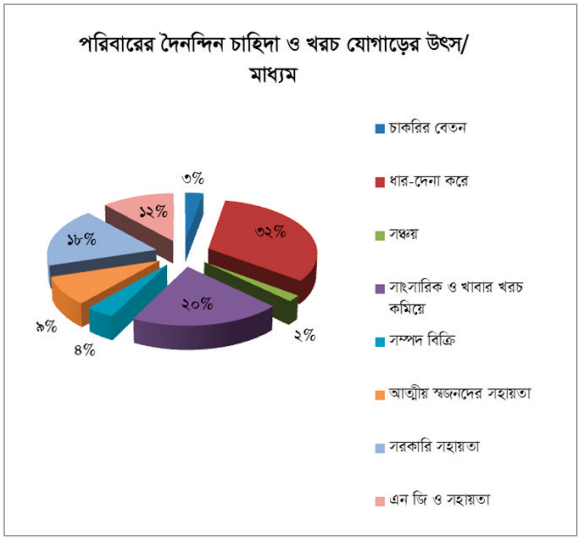

যদি এই মহামারী দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী নারীদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কেননা প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, বেশিরভাগ নারীই বলেছেন, করোনার সময় তাদের পরিবারের আয় কমে গেছে এবং যা দিয়ে তারা দৈনন্দিন খরচ বহন করতে পারছে না। নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। করোনা পরবর্তী সময়ে শ্রমজীবী নারীদের পুনরায় কাজে যোগ দেওয়াটা অনেকটাই অনিশ্চিত। তাছাড়া বেশিরভাগ নারীই জানে না এই মহামারী ও অর্থনৈতিক সংকট কীভাবে কাটিয়ে উঠবে এবং তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করবে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, **বেশির ভাগই (৩২%) অন্যের কাছে ধার-দেনা করে তাদের দৈনন্দিন খরচ যোগাড় করছেন।** এরপর **সাংসারিক ও খাবার খরচ কমিয়ে ২০% শ্রমজীবী নারী বর্তমান সময়ে জীবনযাপন করছেন। চাকরির বেতন দ্বারা ৩% নারী তাদের সংসারের খরচ মেটাচ্ছেন,** কারণ এই পরিস্থিতির জন্য বেশিরভাগ নারী সাময়িকভাবে ছাঁটাই হয়েছেন ও তাদের বেতনও বন্ধ রয়েছে। এমনকি তাদের স্বামীর অবস্থাও একই রকম প্রায়। বেশিরভাগ নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক ও স্বল্প আয়ের হওয়ায় তাদের সঞ্চয়ও তেমন নেই বললেই চলে। **২% নারী সঞ্চয় ও ৪% সম্পদ বিক্রি করে খরচ মেটাচ্ছেন। আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হতে সহায়তা পেয়েছেন বলে জানান ৯% শ্রমজীবী নারী। ১৮% সরকারি সহায়তা এবং ১২% এনজিও এর কাছ থেকে এককালীন সহায়তা পেয়েছেন।** এখানে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র একবার ১০ কেজি চাল সরকারি সহায়তা হিসেবে পেয়েছেন এবং এনজিও সহায়তা বলতে, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিভিন্ন জেলা শাখায় পরিচালিত ত্রাণ কর্মসূচি হতে সহায়তা পেয়েছেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করায় তারা সরকারের বিশেষ প্রণোদনার আওতাভুক্ত নন। তারা শুধুমাত্র একবার সরকারিভাবে ১০ কেজি চাল পেয়েছে, বাস্তবতায় যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। এমতাবস্তায় শ্রমজীবী নারীদের প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

নারী প্রতিনিয়ত ঘরে-বাইরে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। মহামারী করোনার প্রভাবে শ্রমজীবী নারীদের আয় কমে যাওয়া, কাজের সুযোগ কমে যাওয়া এবং সর্বোপরি তাদেরকে ঘরে অবস্থান করতে হচ্ছে। এসব কারণে করোনাকালে শ্রমজীবী নারীদের প্রতি পারিবারিক নির্যাতন বা কলহ বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না? এমন জিজ্ঞাসায় **৬৭% শ্রমজীবী নারী বলেছেন, করোনাকালীন সময়ে পারিবারিক নির্যাতন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক খারাপের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবারের আয় কমে যাওয়া এর প্রধান কারণ বলে তারা মনে করেন।** আর ৩৩% নারী বলেছেন এই সময়ে পারিবারিক নির্যাতন বা

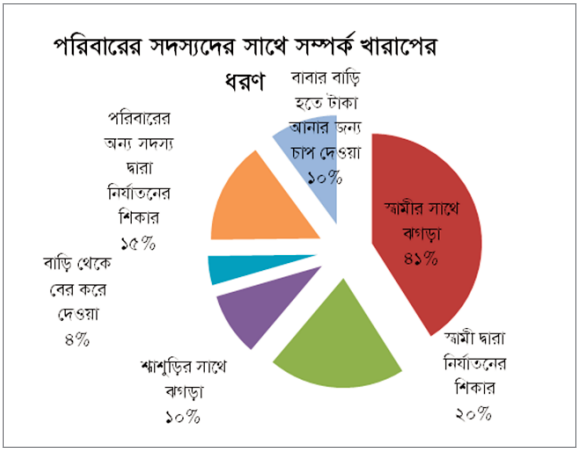

কলহ বৃদ্ধি পায়নি। কাজ হারানোর ফলে বা আয় কমে যাওয়ায় পারিবারিক নির্যাতন বেড়েছে। করোনায় নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার কারণে জাতিসংঘ একে কোভিড-১৯ এর ছায়া মহামারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। **৪১% শ্রমজীবী নারী বলেছেন এই সময়ে স্বামীর সাথে ঝগড়া বৃদ্ধি পেয়েছে।** সামান্য কারণে দুজনের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। কাজ না থাকায় বা কম আয় যা দিয়ে সংসার চালানো অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে মেজাজ ঠিক থাকছে না। এসব সংকট ও হতাশার ফলে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নারী। **প্রাপ্ত তথ্য মতে, স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২০% নারী। শুধু স্বামী নয়, শ্বাশুড়ির সাথেও ঝগড়া এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের (ভাই, দেবর, জা, সন্তান প্রভৃতি) দ্বারাও নির্যাতনের শিকার হয়েছে যথাক্রমে ১০% ও ১৫% শ্রমজীবী নারী।** কারণ নারীর আয় না থাকায় তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমে গেছে, বোঝা মনে করে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। এ সময়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া (৪%) ও বাবার বাড়ি হতে টাকা আনার জন্য চাপ (১০%) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

এই নির্যাতনে স্বামীরাই প্রধাণত জড়িত, ৫৯% শ্রমজীবী নারী তাদের স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কারণ এই মুহূর্তে তাঁদের কোনো কাজ নেই, আয় নেই, খাবার নেই। তাঁরা বাইরে যেতে পারছেন না। এসবকিছুর জন্য হতাশায় তাঁরা আবার নারীকেই দায়ী করছেন। নারীকে দায়ী করার এই মানসিকতার পেছনে নির্যাতনের প্রচলিত মানসিকতাই কাজ করছে। এর বাইরে শশুর-শ্বাশুড়ি এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরও ভূমিকা আছে, যার কারণে করোনাকালে স্বামী ছাড়াও শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের দ্বারা নারী শারীরিক বা মানসিক কিংবা উভয় ধরনের নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এছাড়াও শ্বাশুড়ির দ্বারা ১৫%, নিজ সন্তান, ছেলের বউ এবং মেয়ের জামাই দ্বারা ১১%, দেবর-জা-ননদ দ্বারা ৯% নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এমনকি অবিবাহিত শ্রমজীবী নারীও তাদের ভাইয়ের দ্বারা (৫%) নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

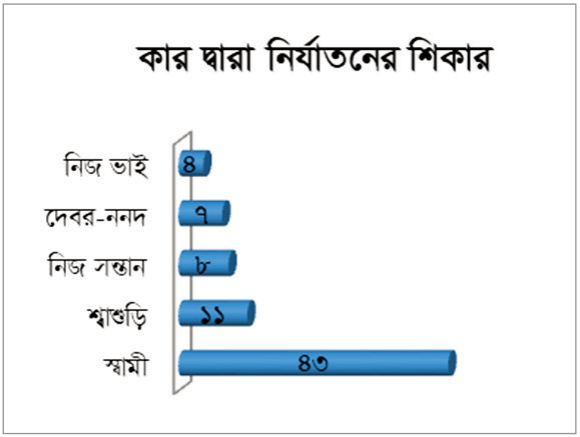

এই সময়ে আর্থিক সংকটের কারণে পরিবারের সদস্যদের বাইরেও নারী নানাভাবে নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। **প্রতিবেশীর কাছে সাহায্যের জন্য গিয়ে সবচেয়ে বেশি লাঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে।** আর্থিক সহায়তা বা সরকারি ত্রাণের জন্য বার বার গিয়ে সেবা প্রদানকারী (চিকিসৎক),

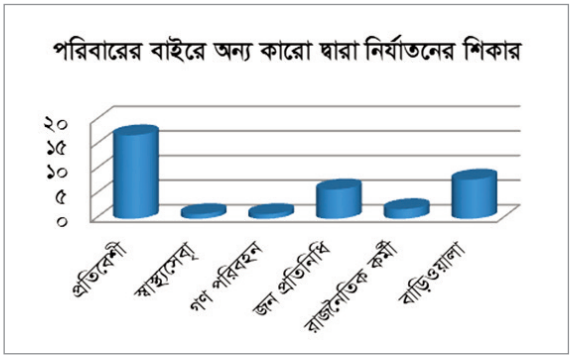

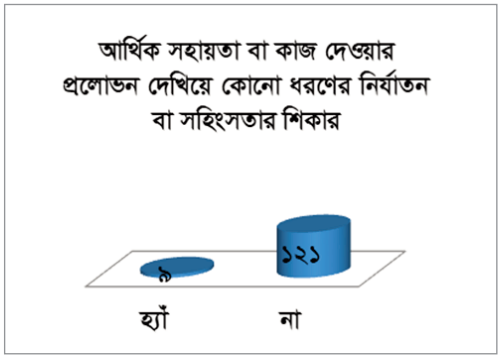

গণপরিবহন, জন প্রতিনিধি, রাজনৈতিক কর্মী ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাছাড়াও এই পরিস্থিতিতে সময়মত বাড়ি ভাড়া না দেওয়ার জন্য বাড়িওয়ালা দ্বারা নির্যাতনের (বাসা থেকে বের করে দেওয়া) শিকার হয়েছেন। সমীক্ষায় দেখা যায় **১৩০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯ জন শ্রমজীবী নারীকে আর্থিক সহায়তা ও কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে নির্যাতন করা হয়েছেন।**

করোনা পরিস্থিতির কারণে শুধুমাত্র নারীর আর্থিক সংকটে আছেন তা নয়, তাদের স্বামীদেরও আয় কমেছে। কিন্তু এর নেতিবাচক প্রভাব কেবল নারীর উপরই পড়েছে, তাঁকেই বিভিন্ন নির্যাতন বা সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে বেশি। নানাবিধ চিন্তা মাথায় রেখে সংসার চালাচ্ছেন আবার ঘরে ও বাইরে সর্বত্র নির্যাতনের শিকারও হচ্ছেন। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছেন নারী।

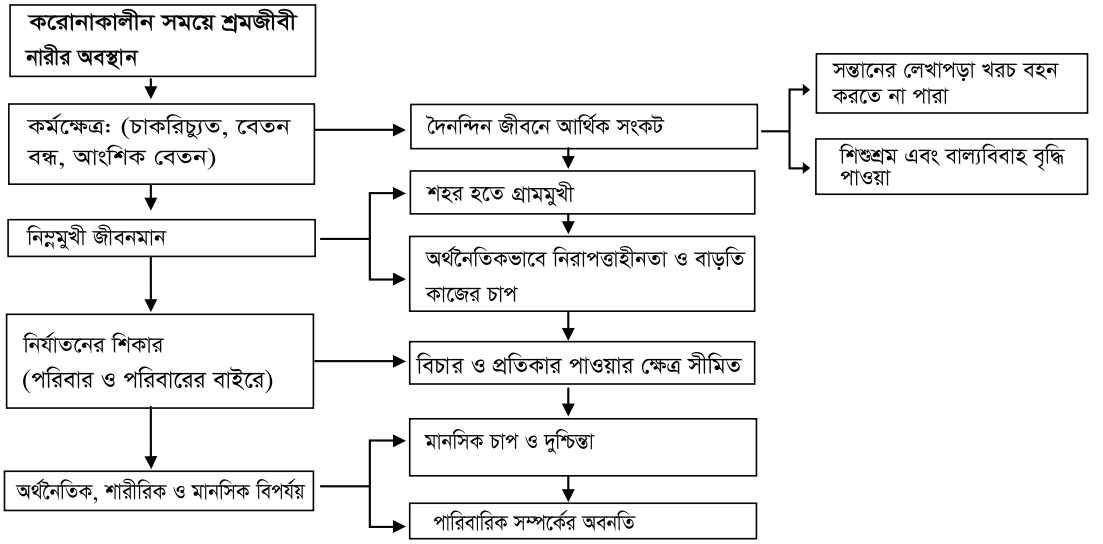

সমীক্ষায় দেখা যায় খুব অল্প সংখ্যক নারী নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন। তার মধ্যে মাত্র ১৩ জন স্থানীয় নারী সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে অভিযোগ করেছেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিকট মৌখিক অভিযোগ করেন ৪ জন এবং থানায় ১ জন। করোনাকালীন লকডাউনে শারীরিক ও মানসিকভাবে নারী সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত। নির্যাতনের শিকার হয়েও তা প্রকাশ করতে পারছেন না পুনরায় নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়ে। কেননা এই পরিস্থিতিতে নির্যাতনের শিকার ও নির্যাতনকারী উভয়ই একই ঘরে অবস্থান করছেন। তাছাড়া নির্যাতনকারীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে আইনগত সহায়তার জন্য থানায় যাওয়া বা হেল্পলাইনে ফোন দেওয়া এই সময়ের জন্য একটি কঠিন বাস্তবতা যা ভুক্তভোগী নারীকে হতাশা, বিষন্নতাসহ বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেয়। থানায় অভিযোগ করলে তারা বাড়িতে থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে তাদের সংশয় রয়েছে। লকডাউন চলাকালে বিকল্প হিসেবে নিরাপদ আবাসস্থল পাওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ সময়ে বাড়ি থেকে বের হওয়া বা প্রতিবেশীর সাহায্য চাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়ায় নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহামারীর এই বিপর্যয়ের সময়ে মানসিক চাপ বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক বিঘ্নিত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় সেবার পরিধি কম হওয়ার ফলে নারীর প্রতি সহিংসতার ঝুঁকি তীব্র হচ্ছে। অন্যদিকে, ঘরের কাজ বেড়ে যাওয়া এবং কর্মহীন হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক সহিংসতারও শিকার হচ্ছে নারীরা। আগে আয় ছিল, স্বামীকে টাকা

দিতে পারত আর এখন আয় নেই, টাকাও দিতে পারে না। ফলে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। সর্বোপরি, সাধারণ ছুটির আওতায় বিভিন্ন বেসরকারি আইনসহায়তাকারী সংগঠনগুলোর অফিসও বন্ধ রয়েছে, হেল্পলাইনে ফোন রিসিভ করে কাউন্সেলিং ও থানায় যাওয়ার জন্য অনলাইনভিত্তিক পরামর্শ দেওয়া ছাড়া বেসরকারি সংগঠনগুলো তেমন কোনো সহায়তা করতে পারছে না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভিকটিমের জন্য এসব পরামর্শ মেনে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। তাই করোনাকালে নারী ব্যাপকভাবে নির্যাতনের শিকার হলেও তা প্রকাশ পাচ্ছে না এবং আলোচনায় আসছে না।

কেসস্টাডি: ৪

নির্মাণ শ্রমিক "রাহেলা"। বয়স ৩৫ বছর। দিনমজুর হিসেবে রাস্তার কাজ করতেন। মাটি কেটে ট্রাকে তোলা, খোয়া ভাঙা, রাস্তায় বালু ফেলানো, ইট ফেলানো এই কাজ করতেন। প্রতিদিন পাঁচশত থেকে ছয়শত টাকা দিনমজুরি হিসেবে পেতেন। কিন্তু করোনার কারণে সেই কাজ বন্ধ। সুপারভাইজারও এখন তার খোঁজ নেয় না। তাঁর স্বামীও অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে। একজনের অল্প আয়ে কোন রকমে দিন পার করছেন। সংসারে অভাব, কাজের চিন্তা এভাবেই এখন চলছে। আবার কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায়, দিন ভাল হলে কাজ করবে।

উপসংহার

কোভিড-১৯ সংক্রমণের এই সময়ে সমগ্র পৃথিবী আজ থমকে দাড়িয়েছে; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিকসহ সকল ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তিত রুপ চোখে পড়ছে। এটি শুধুমাত্র আমাদের অসুস্থ করছে তা নয়, এটি সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজ, জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীদের ওপর। করোনা পরিস্থিতির কারণে শ্রমজীবীদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শ্রমজীবী মানুষ যে অনিশ্চয়তায় পড়েছে, তাতে তাদের টিকে থাকার বিষয়টিই এখন একমাত্র ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারীরা।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সময়ে যখন সকলের জীবন বিপর্যস্ত তখন নারীর জীবন কিন্তু আরো বেশি বিপর্যস্ত। নারীকে এইসময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সামাজিক-পারিবারিক-অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেটা শুধুমাত্র নারী হওয়ার জন্যই তাকে হতে হচ্ছে। সংক্রমণ ও জীবিকা হারানোর ঝুঁকি–উভয়ই নারীদের বেশি। কর্মহীন হয়ে বা আয় কমে যাওয়ায় তারা একদিকে যেমন আর্থিক সংকটে এবং ভবিষ্যত নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছে আবার অন্যদিকে সেই হতাশায় চরম দ্বন্দ্বের শিকার হচ্ছে নারীরাই। সহিংসতা বাড়ছে সর্বক্ষেত্রে। করোনাকালে নারী সবচেয়ে বেশি পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে তার স্বামীর দ্বারা। ঘরের কাজ, পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব, কাজ না থাকা বা পরবর্তীতে কাজে যোগ দিতে পারবে কিনা ইত্যাদি নানাবিধ দুশ্চিন্তা ও হতাশায় নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-মানসিক চাপ বাড়ছে। ঘর থেকে বের হওয়ার সুযোগ কম এবং একই সময় নির্যাতনকারী ঘরে থাকার কারণে মারাত্মকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েও আইনগত সহযোগিতা নিতে পারছে না। ফলে তা প্রকাশও পাচ্ছে না এবং নারীরা বিচার ও সহযোগিতা পাচ্ছে না।

করোনা পরবর্তী সময়ে নারী পুনরায় কাজে ফিরতে পারবে কি না তা নির্ভর করবে তার কাজের চাহিদার উপর–যা অনিশ্চিত। তাছাড়া কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের চেয়ে পুরুষদের বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষা, কারিগরি ও ডিজিটাল দক্ষতায় নারী অনেকাংশে পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে। নারীদের পুনরায় কর্মমুখী করতে ও আর্থিক সংকট নিরসনের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। নারীর জন্য কাজের পরিবেশ সৃষ্টি ও সুযোগ বৃদ্ধিতে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, নারীবান্ধব কাজের সুযোগ, নারীকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন সুবিধার আওতায় আনতে হবে। জেন্ডার বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে ও তা পর্যালোচনা ও মনিটর করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের জন্য সরকারের যে যে ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে তা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। কেননা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে নারীর সহিংসতার ক্ষেত্রগুলো একটু কমে আসে। নারী যেসব ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তা হ্রাস করে নারীর উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সুপারিশসমূহ

- সরকারের সেফটি নেট কর্মসূচির পরিধি বাড়াতে হবে। কোভিড-১৯-এর কারণে যে সকল শ্রমজীবী নারী কর্মহীন হয়ে দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে গেছে তাঁদের সেফটি নেটের আওতায় আনতে হবে।

- শ্রমজীবী নারীদের কর্মে ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকারকে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে।

- শ্রমজীবী পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে পরিবারের কন্যা শিশুদের লেখাপড়া অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের এই ঝড়ে পড়া রোধে বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে, বৃত্তি দিয়ে বা উৎসাহব্যঞ্জক কিছু করে কিভাবে তাদের শিক্ষার মধ্যে যেন ধরে রাখা যায় তা ব্যবস্থা নিতে হবে।

- করোনা সংক্রমণে আর্থিক সংকটের কারণে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা প্রতিরোধে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

- শ্রমজীবী নারীরা অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত থাকার কারণে সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতাভুক্ত নন। এই শ্রমজীবী নারীদের জন্য জরুরিভিত্তিতে সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- সরকারি ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- নির্যাতনের শিকার নারীদের রাষ্ট্রকর্তৃক আইনগত সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। এই সময়ে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আদালতে নারী নির্যাতন বিষয়ক মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সাহায্যকারী সংস্থা ও হটলাইনগুলো সম্পর্কে তথ্য যেন সবাই জানতে পারে এবং তা থেকে কী সহায়তা, কীভাবে পেতে পারে তা টিভি স্ক্রল ও সচেতনতামূলক নিউজ হিসেবে গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। একই সঙ্গে সাধারন নারীরা যেন এই তথ্যগুলি পায় সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

- সংকটকালীন সময়ে সরকারের যে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো আছে সেখানে নারীর আশ্রয়ের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু পরিবহন সীমিত, নারী সহিংসতার শিকার হলেও কোথাও যেতে পারছে না। সেক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে শেল্টারহোম বা আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বাড়াতে হবে এবং তাদেরকে এ বিষয়ে জানাতে হবে।

- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূলে সরকারের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে।

- পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য কল-কারখানায় নারী শ্রমিকদের চাকরি সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

- করোনাকালীন নারীর স্বাস্থ্যসেবা সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।